সংবাদ



তারিখ ... ৭।৫।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ২ ...

বাড়ী বাড়ী বই বিক্রির সপ্তাহব্যাপী অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হকের কাছ থেকে বই গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জনাব সামিউল হক।

— সংবাদ

গ্রন্থ কেন্দ্রে বই বিক্রি অভিযান শুরু

# বইয়ের দাম বেশী, ব্যাপকভাবে পাঠক তৈরী হচ্ছে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আসন্ন বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র গতকাল থেকে ঢাকা নগরীর বাড়ী বাড়ী বই বিক্রির সপ্তাহব্যাপী অভিযান শুরু করেছে। গতকাল বিকেলে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র মিলনায়তনে এই অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। কর্মসূচীর অধীনে বাংলাদেশ স্কাউটস, রেডক্রস সোসাইটি এবং গ্রন্থ সুহৃদ সমিতির সহস্রাধিক সদস্য ঢাকা নগরীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে বই বিক্রি করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক লেখক, প্রকাশক এবং পাঠকের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমরা অর্থ, শিক্ষা এবং মনের দিক থেকে দরিদ্র। ইউনেস্কোর জরিপ অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলোতে প্রতি ১০ লাখ লোকের জন্য ৫৩ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতি ১০ লাখ লোকের জন্য ৪৪টি বই প্রকাশিত হয়। উন্নয়নশীল দেশ হলেও 'বাংলাদেশে বই প্রকাশিত হয় আরো কম অর্থাৎ প্রতি ১০ লাখ লোকের জন্য মাত্র ১০টি বই। তার মতে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং বইয়ের দাম বেশী হওয়ায় ব্যাপকভাবে পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে না। তিনি বলেন, বাজারে বইয়ের কাটতি না থাকায় প্রকাশকরাও বই মুদ্রণে এগিয়ে আসছেন না। তাই লেখকরাও পিছিয়ে পড়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মনযুর-উল করীম বলেন, আমাদের দেশে বইয়ের প্রকাশনা তেমন বেশী নয়। এমনকি ক্লাসের বইও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। মার্চ মাস

(শেষ পৃষ্ঠা ৫-এর ক: দ্র:)

গ্রন্থ কেন্দ্র

(১ম পাতার পর)

চলে গেছে অথচ এখনো প্রাইমারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা বই পায়নি।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, লেখকের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহের প্রতিফলন গ্রন্থে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠকই যথার্থভাবে বই পড়েন না। হাতের কাছে যা পান তাই অধিকাংশ পাঠক পড়েন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব নূরুল ইসলাম খান বলেন, গ্রন্থ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক জনাব আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, ড: আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন, জনাব লুৎফর রহমান সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।